

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালাহ

266021 - মৃত্যুর পরে মৃতব্যক্তির ও তার রুহরে যা কিছু ঘটবে সেগুলো কি সবে অনুভব করবে?

প্রশ্ন

গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন। আশা করি জবাব পাব। কারণ আমি ইন্টারনেটে অনেকে খুঁজতে জবাব পাইনি। মৃত্যুর পরে যখন মৃত্যুর ফরেশেতা আমার রুহ কবজ করবে, এরপর ফরেশেতাদেরকে দিবে, যারা আমাকে জান্নাতের কাফন পরাবে; আমি কি সটো অনুভব করতে পারব? আমি কি অনুভব করব এবং ফরেশেতাদেরকে দেখব; যখন তারা আমাকে নিয়ে আসমানের উঠে যাবে, আমার জন্ম আসমানের দরজা খোলা হবে এবং তারা বলবে: এই পবিত্র রুহটি কার? তারা বলবে: ইনি অমুক; আমি কি সটো অনুভব করব এবং এসব কিছু দেখতে পাব? যখন আমি সপ্তম আকাশে উঠব তখন কি আমি আল্লাহর শব্দ শুনতে পাব যখন তিনি বলবে: তাকে নিয়ে জমনিতে নেমে যাও। তখন আমার কি ঘটবে কিংবা জমনিতে নেমে আমি কি দেখা যাবে? আমি কি গোসল দেয়ার সময় কিংবা তারা আমাকে নিয়ে যখন কবরে যাবে তখন কি আমি দেখতে পাব?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

এগুলো গায়বী বিষয়ে অন্তর্ভুক্ত; যগুলোর প্রতি একজন মুসলিমের আত্মসমর্পণ করা আবশ্যিক। এগুলোর ধরণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা না করা। কারণ বারযাখের জীবনের ধরণ ও স্বরূপ সম্পর্কে আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না।

রুহ অন্য সব মাখলুকের মত সৃষ্টি। এর স্বরূপ জানা আল্লাহর জন্ম খাস। এর জ্ঞানকে আল্লাহ নজিরে জন্ম একনিস্ত করছেন; যমেনটি আব্দুল্লাহ বনি মাসউদ (রাঃ) এর হাদিসে এসেছে যে তিনি বলেন: একবার আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে একটি ক্ষতের মাঝে উপস্থিত ছিলাম। তিনি একটি খজুরের লাঠিতে ভর করে দাঁড়িয়েছিলেন। এমন সময় কিছু সংখ্যক ইহুদী যাচ্ছিল। তারা একে অপরকে বলতে লাগল: তাঁকে রুহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসে কর। কেউ বলল: কেনে তাকে জিজ্ঞাসে করতে চাইছ? আবার কেউ বলল: তিনি এমন উত্তর দিবে না, যা তোমরা অপছন্দ করবে। তারপর তারা বলল যে, তাঁকে প্রশ্ন কর। এরপর তারা তাঁকে রুহ সম্পর্কে প্রশ্ন করল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (উত্তরদানে) বরিত থাকলেন, এ সম্পর্কে তাদের কোন উত্তর দিলেন না। (বর্ণনাকারী বলেন) আমি বুঝতে

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালাহ

পারলাম: তাঁর ওপর ওহী অবতীর্ণ হবে। আমি আমার জাযগায় দাঁড়িয়ে রইলাম। তারপর যখন ওহী অবতীর্ণ শেষে হল, তখন তিনি বললেন:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا

(আর তারা আপনাকে ‘রূহ’ সম্পর্কে প্রশ্ন করে। আপনি বলতে দনি; রূহ আমার প্রভুর বিষয়। তোমাদেরকে সামান্য জ্ঞান দ্যো হয়েছে।)[সহিহ বুখারী]

আল্লাহ তাআলা তাঁর কভাবে এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সূননাহতে রূহের কিছু বিশেষ উল্লেখ করছেন। এর মধ্যে রয়েছে: কবজ ও মৃত্যু এবং রূহকে বড়ো পুরানো, কাফন পুরানো এবং রূহের আগমন ও প্রস্থান, রূহ উর্ধ্বে উঠা ও নীচে নামা। চুলকে যত্নে আঠা থেকে টেনে বের করা হয় ঠিকি সত্নে রূহকে টেনে বের করা হয়...। সুতরাং আবশ্যিক হলো দুই ওহীতে উল্লেখিত এই বিশেষণগুলো সাব্যস্ত করা; তবে এর সাথে জনে রাখা উচিত: রূহ দহেরে মত নয়।

শাইখ বনি উছাইমীন (রহঃ) কে জিজ্ঞাসে করা হয়েছে:

নশিচয় মানুষেরে মৃত্যু মানে দহে থেকে রূহ বেরিয়ে যাওয়া। যখন কবরে দাফন করা হয় তখন কি রূহকে দহে ফরিয়ে দ্যো হয়; নাকি কোথায় যায়? যদি কবরে রূহকে দহে ফরিয়ে দ্যো হয় তাহলে কভাবে সটো ঘটবে?

জবাবে তিনি বললেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সাব্যস্ত হয়েছে যে, যখন মানুষ মারা যায় তখন কবরে তার কাছে রূহকে ফরিয়ে দ্যো হয় এবং তাকে তার প্রভু, তার ধর্ম ও তার নবী সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়। যারা অবচিল বাণীর প্রতিঙ্গমান এনছে তাদেরকে আল্লাহ দুনিয়ার জীবনে ও আখিরাতে অবচিল রাখেন। তখন সে ব্যক্তি বলতে: আমার প্রভু আল্লাহ, আমার ধর্ম ইসলাম এবং আমার নবী মুহাম্মদ। পক্ষান্তরে কাফরে কথিবা মুনাফকিকে যখন জিজ্ঞাসে করা হয় তখন সে বলে: হয় হয়; আমি জানি না। আমি শুনছে লোকেরো কিছু একটা বলে আমিও সটো বলছে।

এই ফরিয়ে দ্যো অর্থাৎ কবরে মানুষেরে দহে রূহকে ফরিয়ে দ্যোটা দুনিয়াতে মানুষেরে দহে রূহ থাকার মত নয়। কনেনা সটো বারযাখেরে জীবন; আমরা এর স্বরূপ সম্পর্কে জানি না। কনেনা এই জীবনেরে প্রকৃত রূপ সম্পর্কে আমাদেরকে জানানো হয়নি। প্রত্যকে গায়বী বিষয়; যগুলো সম্পর্কে আমাদেরকে জানানো হয়নি সেগুলোর ক্ষেত্রে আমাদের করণীয় হলো: (দলিলেরে গণ্ডতি) থমে যাওয়া। যহেতে আল্লাহ তাআলা বলছেন: “আর যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নহে তার অনুসরণ করো না; কান, চোখ, হৃদয়— এদের প্রত্যকেটা সম্পর্কে কফেয়িত তলব করা হবে।”[সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত: ৩৬] শাইখ [উছাইমীনেরে ফাতাওয়া নুরুন আলাদ দারব (২/৪)]

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালাহ

দুই:

মৃতব্যক্তি তাকে গোসল দয়োকালে কিংবা কবরে নেওয়ার সময় তার দহে দখেতে পায় না। যহেতে তার রূহ বরিয়ে গেছে এবং তার রূহ কবরে পরীক্ষার সময় ছাড়া কখনও দহে ফরিয়ে দয়ো হয় না।

রূহের পরগিতি: নশিচয় মুমনিরে রূহ যখন আসমান থেকে নামে তখন তার দহে ফরিয়ে দয়ো হয়; যহে দহে ছিলি। এরপর সেই ব্যক্তিকে কবরে প্রশ্ন করা হয়। তখন আল্লাহ অবচিল বাণীর মাধ্যমে তাকে অবচিল রাখনে এবং তার জন্য কবরকে দৃষ্টি যতদূর যায় ততটুকু প্রশস্ত করে দনে।

আর কাফরেরে রূহকে ফরেশেতারা জাহান্নাম ও আল্লাহর অসন্তুষ্টরি সুসংবাদ দয়ে। এরপর সটোকো উপরে নিয়ে যাওয়া হয় কুশরী, হীন ও ভীত অবস্থায়। তার জন্য আসমানরে দরজাগুলো খলো হয় না। এরপর তাকে তার দহে ফরিয়ে দয়ো হয়। তখন কবরে তাকে প্রশ্ন করা হয়। তার কবরকে সংকীরণ করে দয়ো হয় এবং জাহান্নামরে আগুনরে উত্পততা ও তাপ তার দকি আসতে থাকে।

এর বসিতারতি ববিরণ বারা বনি আযবে (রাঃ) এর লম্বা হাদসি এসছে। আমরা সেই হাদসিটি এর সভাষ্যে ৪৪২৯ নং প্রশ্নোত্তরে উল্লেখ করছে।

আর প্রশ্ন করাকালে রূহকে দহে ফরিয়ে আসা: এটি বিশিষে ধরণরে ফরিয়ে আসা। এটি দুনিয়ার ফরিয়ে আসার মত নয়; যমেনটি পূর্ববে উল্লেখ করা হয়ছে। বরং এটি বারযাখী ফরিয়ে আসা। তার জীবন, তাকে প্রশ্ন করা ও জবাব দয়ো সবই বারযাখী অবস্থা; দুনিয়ার অবস্থার মত নয়। আল্লাহই এর স্বরূপ ও পদ্ধতি সম্পর্কে সম্যক অবগত।

শাইখ ইবনে উছাইমীন বলনে:

প্রয়ি ভাইয়রো, আল্লাহ আমাদরেকে যবে সব গায়বী বিষয় জানিয়েছনে সগেলোর ক্ষেত্রে আমাদরে উপর ওয়াজবি হলো এই কথা বলা: ‘আমরা ঈমান আনলাম ও বশ্বাস করলাম’। নানারকম আপত্তি তলো নয়। কারণ বিষয়টি আমাদরে ববিকেবুদধরি উর্ধবে। আল্লাহ ও তাঁর মাখলুক সংক্রান্ত গায়বী বিষয়ে এটাই হলো একটি সূত্র।

গায়বী বিষয়রে ক্ষেত্রে এই কথা চলনে না: কনে? এবং এই কথাও চলনে না: কভাবে? কারণ বিষয়টি আমাদরে ববিকে-বুদধরি উর্ধবে। এ কারণে যখন তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে রূহ সম্পর্কে জিজ্ঞেসে করল তখন তিনি তাদেরকে কী বলছেলি? তিনি বলছেলিনে:

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي

(আপনি বলুন, রূহ আমার প্রভুর বিষয়)। এমন বিষয় যা তোমরা অবগত হতে পারবে না।

وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا

(তোমাদেরকে সামান্য জ্ঞান দয়া হয়েছে)। [সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত: ৮৫] সুবহানাল্লাহ! অর্থাৎ তোমরা কি রূহের জ্ঞান ছাড়া বাকী সব জ্ঞান পয়ে গেছে?! অধিকাংশ জ্ঞানই তোমাদের জানা নই। তোমাদেরকে যৎ সামান্য জ্ঞান দয়া হয়েছে। এটা বিস্ময়কর! আপনার রূহ আপনার দুই পার্শ্বের মধ্যে যার অস্তিত্ব, যা ছাড়া আপনি অস্তিত্বহীন; সটো কি আপনি তাইই জানেন না?! আমরা রূহের ব্যাপারে ততটুকুই জানি যতটুকু কুরআন-সুন্নাহর দলিলে উদ্ধৃত হয়েছে। তা ছাড়া আমরা কিছুই জানি না। [লিকাআতুল বাব আল-মাফতুহ (১৬৯) থেকে সমাপ্ত]

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।